মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২/৪/২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন সময়ে (৩০/৬/২০১২ পর্যন্ত) বিভিন্ন স্থানে ৩৮টি নির্দেশনা ও ০৯টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এছাড়া গত ২০/৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ০১টি নির্দেশনা প্রদান করেন উল্লেখিত ৪৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির মধ্যে বন্ধ কলকারখানা চালুকরণ সংক্রান্ত ২টি সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু প্রায় একই হওয়ায় সিদ্ধান্ত দুটি একীভূত করা হয়। ফলে নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির সংখ্যা হয় ৪৭টি। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ২১টি নির্দেশনা ইতঃপূর্বে তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। ০২টি নির্দেশনা (নর্থ-ওয়েস্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি. পরিচালনার জন্য গ্যাস প্রাপ্যতা সম্ভব নয় বিধায় বন্ধ আছে) এবং (চিনি আমদানি বিষয়ক) তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি মর্ডানাইজেশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন {৪৭ - (২১+২+১)} = ২৩টি।

পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৪ আগষ্ট ২০১৪ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ১৬টি অনুশাসন/নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া ১৯/০১/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে পত্রের মাধ্যমে ০২টি এবং ২১/৩/২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে পত্রের মাধ্যমে ০১টি নির্দেশনা পাওয়া যায়। এমতাবস্থায়, ২০০৯ হতে ২০১৭ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনার মধ্যে বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনার সংখ্যা হয় ৩৩টি এবং প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ০৯টি, সর্বমোট ৪২টি। উল্লেখ্য, গত ৩১/৫/২০১৭ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত সভায় কতিপয় নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির বিষয়বস্তু প্রায় একই হওয়ায় সেগুলো একীভূত করা হয়। এর ফলে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনার সংখ্যা ২৭টি এবং প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ০৯টি, সর্বমোট ৩৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বাস্তবায়নাধীন ২৭টি নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে : শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় রাজস্ব খাতসহ অনুমোদিত জনবল ৩৭০৩৯ এর মধ্যে সরাসরিভাবে নিয়োগের জন্য ৩৩৭৪টি পদ শূন্য আছে। দীর্ঘ দিন যাবত ছাড়পত্রের অভাবে পদগুলো পূরণ না হওয়ায় দাপ্তরিক কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা শূন্য পদ পূরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে : **<u>শিল্প মন্ত্রণালয়</u>** শিল্প মন্ত্রণালয়ের মোট অনুমোদিত পদ ২২৯টি। পূরণকৃত পদ ১৬৯টি এবং শূন্য পদ ৬০টি। ১ম শ্রেণির সহকারী প্রোগ্রামারের ০১টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার ০১টি শূন্য পদে প্রেষণে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। ০১টি সহকারী মেইনটেইন্যান্স ও ০১টি সহকারী প্রোগ্রামারের পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ প্রক্রিয়াধীন। ১ম শ্রেণির ০২টি পদ বদলি জনিত কারণে শূন্য আছে। ২য় শ্রেণির ০১টি পদ বিধি মোতাবেক সংরক্ষিত। ০১টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন। ৩য় শ্রেণির ১৬টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন এবং হিসাব রক্ষক এর ০১টি পদে পদোন্নতি প্রক্রিয়াধীন। ০২টি সংরক্ষিত এবং ১৫টি পদ শূন্য রয়েছে। ৪র্থ শ্রেণির ০৮টি শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন, ০১টি সংরক্ষিত এবং ০৮টি পদ শূন্য রয়েছে। **<u>বিসিআইসি</u>** বিসিআইসি'র মোট অনুমোদিত পদ ১২৯৩৫টি। পূরণকৃত পদ ৮০৫৮টি এবং শূন্য পদ ৪৮৭৭টি। প্রথম শ্রেণির নন-টেকনিক্যালের ০৮টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৫৬ (একশত ছাপ্পান্ন) জন এবং টেকনিক্যালের ০৪টি ক্যাটাগরিতে ৬১ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				দুইটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে ০৬/৭/২০১৭ তারিখে আবেদনপত্র গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। টেকনিক্যালের ০৪টি ক্যাটাগরিতে ৬১ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ২৭/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। **বিএসএফআইসি** বিএসএফআইসি'র মোট অনুমোদিত পদ ১৭২৬৩টি। পূরণকৃত পদ ১৪৭৮৮টি এবং শূন্য পদ ২৪৭৫টি। যার মধ্যে ১ম শ্রেণির ৩০৯টি, ২য় শ্রেণির ৭৮টি, ৩য় শ্রেণির ৯৯৫টি এবং ৪র্থ শ্রেণির (শ্রমিকসহ) ১০৯৩টি। বর্তমানে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩টি ক্যাটাগরির ১ম শ্রেণির ৬৯টি শূন্যপদে নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ৪টি ক্যাটাগরির ১ম শ্রেণির ৫১টি শূন্যপদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের যাঁচাই-বাছাই চলছে। এছাড়া সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি ও শ্রমিক এর শূন্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। **বিএসইসি** বিএসইসি'র মোট অনুমোদিত পদ ১২০৫টি। পূরণকৃত পদ ৮০৬টি এবং শূন্য পদ ৩৯৯টি। তারমধ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণির ৭১টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য বিএসইসি কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিএসইসি'র অর্গানোগ্রাম এবং জিও পৃষ্ঠাংকনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। **বিসিক** বিসিকের মোট অনুমোদিত পদ ২৪১০টি। পূরণকৃত পদ ১৬৭৮টি এবং শূন্য পদ ৭৩২টি। এর মধ্যে নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ৬০০টি। **বিএসটিআই** বিএসটিআই'র মোট অনুমোদিত পদ ৬০৭টি। পূরণকৃত পদ ৩৯৯টি এবং শূন্য পদ ২০৮টি। উক্ত পদের মধ্যে সরাসরি পূরণযোগ্য ৭৭টি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ১৫/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে ২৯/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। **বিটাক** বিটাকের মোট অনুমোদিত পদ ৬৬৮টি। পূরণকৃত পদ ৫৩০টি এবং শূন্য পদ ১৩৮টি। ১ম শ্রেণির ০১টি, ২য় শ্রেণির ০৪টি এবং ৩য় শ্রেণির			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				১৪টি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে আইসিটি সেলের জন্য ১ম শ্রেণির ০১টি এবং ৩য় শ্রেণির ০২টি পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে গত ০৬/৫/২০১৭ তারিখে বুয়েটে লিখিত এবং অ্যাপটিচিউট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় ও ১ম শ্রেণির পদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের যথাক্রমে ০৭/৯/২০১৭ তারিখ ও ২৫/৯/২০১৭ তারিখ মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকী শূন্য পদের বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনগুলো যাঁচাই-বাছাই চলছে। আগামী ৩১/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া, পদোন্নতি যোগ্য শূন্য পদে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। **<u>বিএবি</u>** বিএবি'র মোট অনুমোদিত পদ ২৪টি। পূরণকৃত পদ ১৯টি এবং শূন্য পদ ০৫টি। ৩য় শ্রেণির ০৩টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হলে প্রাপ্ত দরখাস্তগুলোর যাঁচাই-বাছাই চলছে। **<u>ডিপিডিটি</u>** ডিপিডিটি'র মোট অনুমোদিত পদ ১১৩টি। পূরণকৃত পদ ৭১টি এবং শূন্য পদ ৩০টি। ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) ০৭টি এক্সামিনার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের জন্য ডিপিডিটি কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ০১ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা(এসিস্ট্যান্ট প্রোগামার) এবং ৩য় শ্রেণির ০১টি গাড়ি চালকের শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিপিডিটির জন্য সৃজিত জনবল স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত সরকারি আদেশের ০১ নং শর্ত মোতাবেক সাঁটলিপিকার, উচ্চমান সহকারী, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক ও নিম্নমান সহকারী এই ০৪টি পদের ক্ষেত্রে সৃজিত ৩৫টি পদের স্থলে ক্রমান্বয়ে ২০টি পদে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশনা অনুযায়ী ঐ ০৪টি পদে কর্মরত ২০ এর অধিক জনবল ক্রমান্বয়ে অবসর গ্রহণ সাপেক্ষে বিলুপ্ত হবে। **<u>এনপিও</u>** এনপিও'র মোট অনুমোদিত পদ ৬৭টি। পূরণকৃত পদ ৫১টি এবং শূন্য পদ ১৬টি। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ০৭টি, ৩য় শ্রেণির ০৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩টি। ১ম শ্রেণির শূন্য ০৭টি পদের মধ্যে যুগ্ম-পরিচালকের পদটিতে পদোন্নতিযোগ্য কোন প্রার্থী না থাকায় ০১ জন উর্দ্ধতন গবেষণা কর্মকর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৩য় শ্রেণির শূন্য ০৬টি পদের মধ্যে সংরক্ষিত ০১টি পদ পূরণের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য এনপিও কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				০৩টি পদের মধ্যে ০১টি পদ পূরণের লক্ষ্যে দরখাস্ত পাওয়া গেছে। ৪র্থ শ্রেণির০২টি পদ পূরণের জন্য দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। **বিআইএম** বিআইএম এর মোট অনুমোদিত পদ ১৬০টি। পূরণকৃত পদ ৯৬টি এবং শূন্য পদ ৬৪টি। বিআইএম এর রাজস্ব খাতভুক্ত ০৯ ক্যাটাগরীতে ১৮টি শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত দাখিলকৃত আবেদন পত্রসমূহের তালিকা তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বয়লার** প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়েরমোট অনুমোদিত পদ ৩০টি। পূরণকৃত পদ ২৪টি এবং শূন্য পদ ০৬টি। ১ম শ্রেণির ০২টি, ৩য় শ্রেণির ০৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির০১টি শূন্য আছে। শূন্য পদগুলো পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।		বয়লার অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে ৩য় শ্রেণির উচ্চমান সহকারী পদের পরিবর্তে আরও উচ্চতর গ্রেডের প্রশাসনিক কর্মকর্তারপদ প্রস্তাব করায় উচ্চমান সহকারী পদটি বিলুপ্তির পরামর্শ দেয়া হয়। বয়লার টেকনিশিয়ান এর ০২টি পদ পূরণের জন্য তিন বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও নিয়োগবিধি মোতাবেক যোগ্য ব্যক্তি না পাওয়ায় পদ ০২টি পূরণ সম্ভব হয়নি। ফলে নিয়োগবিধি সংশোধনের পর বর্ণিত পদে নিয়োগ দেয়া হবে। ০১টি গাড়ি কম থাকায় ড্রাইভারের ০১টি পদ পূরণ করা যাচ্ছে না।	
০২	সরকারি অর্থ সাশ্রয় ও সরকারি শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্যের স্বার্থে সরকারি ক্রয় যতদূর সম্ভব সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে করতে হবে। দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত যন্ত্রপাতির অনুরূপ যন্ত্র আমদানিকে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	১২/০৪/২০০৯ ও ২৪/৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা	**বিএসইসি** সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জিপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/ সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা হতে বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তালিকা ও ক্যাটালগ চেয়ে বিএসইসি-তে পত্র প্রেরণ করছে। ইতঃমধ্যে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু পণ্য বিক্রয় হচ্ছে। সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাসে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. মোট ২০টি জিপের সংযোজন কাজ সম্পন্ন করে ১৪টি বিক্রয় করেছে। এছাড়া, জিইএমকোং লি. এ ট্রান্সফরমার তৈরির কাজে ব্যবহৃত ইন্সুলেটর বিআইএসএফ হতে ক্রয় করা হচ্ছে। অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে	চলমান কার্যক্রম।		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				ওয়েল্ডিং এর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস (অক্সিজেন, এ্যাসিটিলিন) ও ইলেকট্রোড বাংলাদেশ অক্সিজেন ফ্যাক্টরি থেকে ক্রয় করা হয়। **বিসিআইসি** সরকারি অর্থ সাশ্রয় ও সরকারি শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্যের স্বার্থে বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ এবং আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ যেগুলো স্থানীয়ভাবে তৈরি করা সম্ভব সেগুলো বিটাকসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয়ের প্রক্রিয়া সংস্থাধীন কারখানাসমূহে চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। **বিএসএফআইসি** চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়। আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পদ্মা ওয়েল কোং লি. হতে কীটনাশক ক্রয় করা হয়েছে। চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমুহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেণউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি/মেরামত এবং ইস্টার্ণ কেবল হতে বৈদ্যুতিক কেবল, ইস্টার্ণ টিউব ন্যাশনাল টিউব, বিএসটিআই হতে রি-ফ্যাক্টরিজ সামগ্রী ক্রয় করা হয়। নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে। চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার জন্য নির্দেশ দেয়া আছে। **বিটাক** বিভিন্ন সরকারি সেক্টর যেমন পিডিবি, গ্যাস সেক্টর, চট্টগ্রাম বন্দর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআইডব্লিউটিসি, বিসিআইসি, বিএসইসিসহ অন্যান্য সরকারি/স্বায়ত্ত্ব-শাসিত শিল্প কারখানাসমূহ তাদের চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ প্রস্তুত/ মেরামতের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিটাক থেকে যাতে করানো হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিটাককে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।			
০৩	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	বর্তমানে বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে বেসরকারি ও দেশের অন্যান্য ল্যাবরেটরির সাথে যৌথভাবে কার্যক্রমগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কিছু পণ্যের কেমিক্যাল টেস্টিং এর জন্য National Food Safety Lab, BCSIR, Atomic Energy Commission এবং Department of Plant Protection	চলমান কার্যক্রম।		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				এবং রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবে পরীক্ষণ কার্যক্রম চালমান আছে। এছাড়া প্রয়োজনে বিভিন্ন পণ্যের পরীক্ষার জন্য বসুন্ধরা পেপার মিলস্ লিমিটেড, বিআরবি ক্যাবলস্ লিমিটেড এবং বিআইএসএফ-এর ল্যাবের সহায়তা নেয়া হয়। বিভাগীয় শহরে প্রচারণা/সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত ও কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে বিএসটিআই'র Establishment of Testing facilities of Air-Conditioner, Refrigerator, Electric fan & Electric Motor in BSTI শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উল্লেখিত স্টার লেভেল পণ্যগুলোর সুফল ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদনকারী, ডিলার, এজেন্ট ও সর্ব সাধারণের উপস্থিতিতে বিভাগীয় শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও বরিশালে মোট ০৬টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া উক্ত সেমিনারগুলোতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বর্ণিত ইলেকট্রিক পণ্যের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।			
০৪	(প্রকল্প) মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmacuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয় এবং প্রকল্প স্বল্পতম সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিক-কে কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৩০০.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ২৯/৫/২০০৮। ডিপিপি সংশোধন ০৪/০২/২০১৪। সংশোধিত প্রাক্কলন ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আউটলেট ড্রেন নির্মাণে মাটি ভরাটের কাজ বাকি আছে। অন্যান্য অবকাঠামোর মধ্যে শিল্পপার্ক এলাকার চারিদিকের বাউন্ডারি ওয়াল, সারফেস ড্রেন, ক্রস-ড্রেন/কালভার্ট, রাস্তা কার্পেটিং প্রশাসনিক ভবন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস, ফায়ার সার্ভিসের জন্য ০২টি ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ, ০২টি পাম্প ড্রাইভার কোয়াটার নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ লাইন, গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস মেইন বিল্ডিং, ফায়ার সার্ভিস এ্যারেঞ্জমেন্টের অন্যান্য কাজ চলছে। গত ২৫/১০/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের অসংশোধিত ডিপিপি পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠন করেপরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয়ের পরিমাণ ২২৩৮৫.৩১ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতির হার ৯১%, আর্থিক অগ্রগতির হার ৮৯% (জিওবি অনুযায়ী)।	বাস্তবায়নাধীন	প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।	
০৫	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে	১২/০৪/২০০৯ ও ২৪/৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প	বিসিক	নির্মাণাধীন CETP এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড-এর প্রধানত ২১টি অঙ্গের সিভিল কাজ প্রায় ৯৭% সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি মডিউলের মধ্যে ৪টি মডিউল ট্রায়াল রান করছে। মডিউলসমূহের স্থায়ী ইলেকট্রিক্যাল কেবল ট্রেঞ্চ এর	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ট্যানারি শিল্পের দিকে নজর দিতে হবে। সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযোগী স্থান চিহ্নিত করে চামড়া শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জায়গা দিতে হবে। এছাড়া ট্যানারি শিল্প সাভারে স্থানান্তরের চলমান কাজ যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।		নির্মাণ কাজ চলছে। লিকেজ টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ট্রায়াল রান চলছে। সিইটিপি নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট Electro-Mechanical Equipment আমদানির নিমিত্ত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ L/C খোলা হয়। বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিআরটিসি, বুয়েট সমন্বয়ে গঠিত Pre-shipment Inspection কমিটি চীনে L/C সংক্রান্ত মেশিনারিজ, ইকুইপমেন্ট এন্ড ম্যাটিরিয়ালস্ পরিদর্শন করেছে। ইতঃমধ্যে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ L/C এর চার শিপমেন্টের মালামাল সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে এবং সংযোজন চলছে। বর্তমানে CETP এর Pre Equalization Tank এ Sludge পরিশোধনের জন্য Oxidation Ditch (A1, A2, B1, B2 এবং A3, A4, B3, B4) তে পরীক্ষামূলক ট্রায়াল বেসিসে ট্রিটমেন্ট চলছে। সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে হাজারীবাগ থেকে কারখানা স্থানান্তরের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৫৫টি শিল্প-কারখানার মধ্যে ১৫৪টি কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। প্ল্যান অনুযায়ী ইতঃমধ্যে ১৫১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। অবশিষ্ট ০১টি মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক দেওলিয়া ঘোষিত হওয়ায় স্থগিত আছে। ০২টি ভূমি বরাদ্দ কমিটি বাতিল করেছে। প্রকল্পে ৯৬টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্যানিং ড্রাম স্থাপন করেছে এবং শিল্পনগরীতে wet blue Tanery প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু করেছে। সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা প্রকল্পে ৩০/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৯২টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। ১৪৫টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বরাবর আবেদন করেছে। তন্মধ্যে ১৪৫টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বরাবরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পক্ষ থেকে ইতঃমধ্যে ডিমান্ড নোট ইস্যু করা হয়েছে এবং ১২৫টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ডিমান্ড নোটের টাকা জমা দিয়েছে। স্থায়ী সংযোগের জন্য ১০টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করেনি। ৩০/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ২০টি প্রতিষ্ঠান ডিমান্ড নোটের টাকা জমা দেয়নি। কারখানা চালুর জন্য ৯৯টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে। ৩৬টি ট্যানারিতে মিটার স্থাপন করে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং ৬টি ট্যানারিতে গ্যাস সরবরাহের জন্য মিটার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ৩টি ট্যানারিতে সার্ভিস পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ চলছে। ৪টি ট্যানারিতে Material Issue Voucher (MIV) প্রদান করা হয়েছে। ৮১টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান পানির জন্য আবেদন করেছে। এর মধ্যে ৮০টি ট্যানারিতে পানির মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২০৫টি প্রতিষ্ঠানে পানির মিটার স্থাপনের জন্য পিট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ২০৫টি প্রতিষ্ঠানে পানির পিটের মধ্যে গেট ভাল্ব বসানো হয়েছে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				ট্যানারি স্থানান্তরে ক্ষতিপূরণ খাতে ১৯২.৬৯ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয়ের পরিমাণ ৬৬৪১৮. ১১ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৬২% (আর্থিক) ও ৮০% (বাস্তব)।			
০৬	(প্রকল্প) "শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." পরিচালনার জন্য গ্যাসের প্রাপ্যতার বিষয়ে জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এবং সহজ শর্তে সরবরাহকারি কর্তৃক ঋণ পাওয়া গেলে প্রস্তাবিত প্রকল্প দুটি এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	সাধারণ ঠিকাদার M/S. COMPLANT গত ২৯/০২/২০১৬ তারিখে শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প বিসিআইসি'র নিকট হস্তান্তর করেছে। ০১ মার্চ, ২০১৬ খ্রি. হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। ২৬/৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৭,২২,৯৩৪ মে. টন গ্রানুলার সার উৎপাদন হয়েছে। বর্তমানে কারখানাটি কারিগরি ত্রুটির কারণে বন্ধ আছে। প্রকল্পের LSTK (Lump-Sum Trun Key) কার্যক্রম ২৯/০২/২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।	প্রকল্পটি ২৯/০২/২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক কার্যক্রম শেষ হবে জুন' ২০১৮		
০৭	(প্রকল্প) বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৬২.১৭ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের/শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের তারিখ : ক) মূল : ০৯/০৯/২০১০ খ) ১ম সংশোধিত : ০৯/০৯/২০১২ গ) ২য় সংশোধিত : ১৬/০৯/২০১৩ ঘ) ৩য় সংশোধিত : ২২/০৬/২০১৪ ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩ দফা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা ওপরে উল্লেখ রয়েছে। জুন/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার (ক) ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা (আর্থিক), যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৪.৮২%। (খ) ডিজেল জেনারেটর-১০০%, বয়লার-৯৩%, পাওয়ার টারবাইন-১০০% (বাস্তব)। **প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং সমাপনি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে।**	-		
০৮	(প্রকল্প) (বিএসটিআই কে শক্তিশালীকরণ) বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৮২.৪৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটি জুলাই/১১ হতে জুন/২০১৭ মেয়াদে গত ২৭/৩/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। জনস্বার্থে বিএসটিআইএর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১৮.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ইতঃমধ্যে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ফুড, কেমিক্যাল, ফিজিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠাসহ পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৫১.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত	মেয়াদ জুন' ২০১৯	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।	জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দূর কারার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				ব্যয়ে 'বিএসটিআই-এর সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)' শীর্ষক একটি অনুমোদিত প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুর বিভাগীয় সদরসহ অপর ৪টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার এবং ময়মনসিংহ) বিএসটিআই অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি (রসায়ন ও মেট্রোলজি) প্রতিষ্ঠা করা হবে। ফরিদপুর জেলায় অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবনের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ হয়েছে। নব-নির্মিত অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবনে অফিস কার্যক্রমচলছে। ফরিদপুর অফিসের জন্য কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। কেমিক্যাল ল্যাবের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং মেট্রোলজি ল্যাবের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে কার্যাদেশপ্রদান করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলা অফিসের যাবতীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভবনের ফিনিশিং কাজ চলছে। এছাড়া কেমিক্যাল ও মেট্রোলজি ল্যাবের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কুমিল্লায় অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ছাদে কিউরিং এবং ট্যাংক-লরি ক্যালিব্রেশন সেন্টারের ২য় তলার কলাম ঢালাইয়ের কাজ চলছে। রংপুর-এ অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। বর্তমানে কলাম ঢালাইয়ের কাজ চলছে। ময়মনসিংহ জেলায় অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। বর্তমানে কলাম ঢালাইয়ের কাজ চলছে এবং ট্যাংক-লরি ক্যালিব্রেশন সেন্টারের ২য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এডিপি বরাদ্দ ২৬০০.০০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত) ২৩৫১.৪৬ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৪৫.৩৭%।			
০৯	<u>কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম</u> প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ যাতে যথাযথ হয় সে বিষয়ে বিএসটিআই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মুসলিম প্রধান দেশসমূহে হালাল খাদ্য রপ্তানির	১২/০৪/২০০৯ ও ২৪/৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই/ বিসিক	**(ক) বিএসটিআই :** খাদ্যের মান যাতে যথাযথ হয় সে লক্ষ্যে বিএসটিআই'র চলমান কার্যক্রম যথা মোবাইল কোর্ট, সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনা করে অবৈধ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ খোলা বাজার ও কারখানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে বিএসটিআইতে বাধ্যতামূলক ১৫৪টি পণ্যের মধ্যে বিশেষ করে ৫৮টি খাদ্য পণ্যের নমুনা বিএসটিআই'র বিভিন্ন ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। খাদ্যের মান যথাযথ রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং কার্যক্রম চলছে।	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	উদ্যোগ নিতে হবে। রপ্তানিকে বহুমুখী করার লক্ষ্যে চিহ্নিত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির নতুন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলকে প্রাধান্য দিতে হবে।			ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক হালাল খাদ্য, ভোগ্য পণ্য, প্রসাধনি সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালসের সার্টিফিকেট আইন-২০১২, হালাল খাদ্য, ভোগ্য পণ্য, প্রসাধনি সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালসের সার্টিফিকেট নীতিমালা-২০১২ এর খসড়া প্রণীত হয়েছে, যা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে জানা যায়। এ বিষয়ে গত ০৮/০১/২০১৭ তারিখে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় জানা যায় যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট, ১৯৭৫ এর সংশোধনি Islamic Foundation (Amendment) Act. 2016 এর খসড়া (হালাল সনদ) চূড়ান্ত পর্যায়েরয়েছে। বিএসটিআই-এর জাতীয় মান অনুসরণ করে উপরোল্লিখিত আইন ও নীতিমালা চূড়ান্ত হলে হালাল খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মান অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ইসলামি ফাউন্ডেশনের হালাল সনদ ও লগো ইস্যুর জন্য বোর্ড অব গভর্ণরসকর্তৃক অনুমোদিত একটি ০৫ সদস্যের কমিটির মাধ্যমে হালাল সনদ ইস্যুর কার্যক্রমশুরু হয়েছে। উক্ত কমিটিতে বিএসটিআই'র সার্টিফিকেশনমার্কস (সিএম) উইং-এর একজন কর্মকর্তাসদস্য হিসেবে কাজ করছেন। **(খ) বিসিক :** দেশীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারপূর্বককৃষিজাত পণ্য ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করতে ও কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক শিল্পকে লাভজনক করতে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিসিকের মাঠ কার্যালয়সমূহকে ইতঃমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিল্পনগরীসমূহে প্লট বরাদ্দের সময় কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে বর্তমানে ১০১০টি কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ৮৫৩টি চালু, ১২৮টি বন্ধ ও ২৯টি নির্মাণাধীন/নির্মাণেরঅপেক্ষায় আছে। বন্ধ ১২৮টি শিল্প সংশ্লিষ্ট প্লটের বরাদ্দ বাতিল/হস্তান্তরের মাধ্যমে সেগুলো সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বরাদ্দ দিয়ে কৃষিজাত ও খাদ্য প্রক্রিয়া জাতকরণ শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশে উত্তরাঞ্চলে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণে বিশেষ শিল্পনগরী স্থাপনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত উত্তরাঞ্চলে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী, বগুড়া শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটির ডিপিপি বাংলায় প্রণয়ন করা হয়েছে।গত			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				০৯/৮/২০১৭ তারিখে উক্ত প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পূণর্গঠনের কার্যক্রম চলছে। দেশে উত্তরাঞ্চলে আনারস জাত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়া জাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ছকে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। কমিটি কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হবে।			
১০	বন্ধঘোষিত কলকারখানা পুনঃচালুকরণ (১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লি. পুনরায় চালুকরাসহ কি কারণে এবং কেন তা বন্ধ করা হয়েছিল তা তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লি. পুনঃচালুকরণ কার্যক্রমের Mechanical works সম্পন্ন করার পর ১৭/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে সিসিসি এর পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করা হয় এবং গত ১৩/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখে সাধারণ ঠিকাদার কারখানার PGTR (Performance Guarantee Test Run) কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু কারিগরি ত্রুটির কারণে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় PGTR কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। সাধারণ ঠিকাদার কারখানা চালু না করে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কারখানা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করার নিমিত্ত আর্থিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য ১০% অগ্রিমের বিপরীতে তাদের ব্যাংক গ্যারান্টির ৭৫% অবমুক্ত করার অনুরোধ করেন। পাশাপাশি প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্যও তারা অনুরোধ করেন। কারখানা দ্রুততম সময়ে চালু করার লক্ষ্যে সাধারণ ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের আর্থিক সহযোগীতা প্রদানের উদ্দেশ্যে আইনজীবী জনাব ব্যারিষ্টার এম, এ, সামাদ বার-এট-ল এর মতামত গ্রহণপূর্বক এ্যাডভান্স পেমেন্টের ৭৫% সমন্বয় হয়ে যাওয়ায় ব্যাংক গ্যারান্টির ৭৫% অবমুক্ত করা এবং লিকুইডেটেড ডেমেজসহ প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করার লক্ষ্যে চুক্তির শর্ত সংশোধনের অনুমোদনের জন্য বিসিআইসি কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে তা ২৮/৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে আলোচনার প্রেক্ষিতে সাধারণ ঠিকাদারকে অবিলম্বে প্ল্যান্ট চালু তথা PGTR শুরু করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে সাধারণ ঠিকাদার ১৭/১০/২০১৭ খ্রি.তারিখে PGTR Schedule জমা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় প্ল্যান্ট মেরামত কাজ সম্পন্ন করার পর PGTR কার্যক্রম শুরু করা হবে।	মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৭	অপরিশোধিত ২৭৪ কোটি টাকা ঋণ মওকুফ/ পুনঃতফশীলকরণ।	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(২) বন্ধঘোষিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল পর্যায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।			(২) কারখানাটি ১৯৬৭ সালে পাবনা জেলার পাকশীতে ১৮৮.৪১ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলটির প্রধান কাঁচামাল হলো ব্যাগাস অর্থাৎ আখের ছোবড়ার অভাব এবং ফার্নেস অয়েলের উচ্চ মূল্যের দরুণ ক্রমাগত লোকসানের কারণে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিমালার আওতায় গত ৩০/১১/২০০২ তারিখে পে-অফের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়। বর্তমানে মিলটি বেসরকারিকরণের জন্য প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের অধীনে আছে। নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. (এনবিপিএম) বেসরকারিকরণের জন্য ২য় বার আহ্বানকৃত দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাটি গত ১২/০২/২০১৭ তারিখে খারিজ হয়ে যায়। মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত পিডিপিপি সার্বিক পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাঁচাইয়ের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৬/৪/২০১৭ তারিখে সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ : (ক) নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্‌লি. এর জায়গায় যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে পেপার মিল বা অন্য কোন শিল্প স্থাপনে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ আহবান করার কার্যক্রম গ্রহন করবে। (খ) নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্‌লি. এর জায়গায় যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ আহবানের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হবে। (গ) বিসিআইসি নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্‌লি. এর জায়গায় পিপিপি গাইড লাইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নতুন শিল্প স্থাপনের বিষয়টি পর্যালোচনা করবে এবং তদানুযায়ী পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ অফিস্ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে। (ঘ) পিপিপি গাইড লাইন অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব না হলে অথবা বিনিয়োগকারী না পাওয়া গেলে বিসিআইসি যৌথ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে EOI আহবান করবে। বর্তমানে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এর জায়গায় যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে পেপার মিল বা অন্য কোন শিল্প স্থাপনের জন্য বিসিআইসি এর সাথে বিভিন্ন দেশি/বিদেশি প্রতিষ্ঠানের আলাপ	মেয়াদ জুন' ২০১৯		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				আলোচনা চলছে। এছাড়াও ইতোপূর্বে গঠিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে এনবিপিএম-এ বৈদেশিক সহায়তায় আমদানিকৃত ভার্জিন পাল্প নির্ভর একটি নতুন প্রকল্প (বার্ষিক ৪৫,০০০ মে. টন কাগজ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন) গ্রহণের নিমিত্ত বিসিআইসি কর্তৃক প্রণয়নকৃত পিডিপিপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।			
	(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পর্যায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।			(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. এর ৫০.০০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও অন্যান্য স্থাপনাসহ) নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রয়ের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৬/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচলিত সরকারি বিধি/বিধান অনুসরণে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. এর প্রস্তাবিত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) এর মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমির মূল্য ৮১৪,৪১,০৯,০২৩ (আটশত চৌদ্দ কোটি একচল্লিশ লক্ষ নয় হাজার তেইশ) টাকা নির্ধারণ করে বিদ্যুৎ বিভাগ কে অবহিত করা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ হতে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৩/৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগকে জানানো হয় যে, অনুমোদিত ৮১৪,৪১,০৯,০২৩/- টাকা মূল্যে উক্ত জমি নওপাজেকো ক্রয় করতে অপারগ হলে ১২/৪/২০০৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালেপ্রদত্ত নির্দেশনাঅনুযায়ী খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. পুনঃচালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া ৮১৪,৪১,০৯,০২৩/- টাকা মূল্যে উক্ত জমি নওপাজেকো ক্রয় করতে আগ্রহী কিনা তা সুস্পষ্টভাবে জানানোর জন্যও বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। দেশে কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকায় কেএনএম এর ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রয়ের পর কেএনএম এর অবশিষ্ট ৩৭.৬১ একর জমি থাকবে। কেএনএম উক্ত অবশিষ্ট জমি এবং কেএইচবিএম এর জমি (৩৭.৬১+৯.৯৬ = ৪৭.৫৭ একর) একীভূত করে তদস্থলে একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত, শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। উক্ত পিডিপিপি এর বিষয়ে গত	মেয়াদ জানুয়ারি' ২০১৯		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				৩০/৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি কর্তৃক যোগাযোগ করা হলে শিল্প ও শক্তি বিভাগ হতে জানানো হয় পিডিপিপি'টি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পর দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় এবং উক্ত পিডিপিপি'টি প্রণয়নের জন্য আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনটি বিগত ২০১২-২০১৩ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে বিধায় পিডিপিপি'টি হালনাগাদ করে পরিকল্পনা কমিশনে পুনরায় প্রেরণ করা আবশ্যক। এ ছাড়াও প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে দক্ষিণাঞ্চলে সার মজুদ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিমিত্ত বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। নীতিগত অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।			
১১	<u>শিল্প বর্জ্য পরিশোধন</u> পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রতিটি শিল্পকারখানার বর্জ্য পরিশোধনের নিমিত্ত Effluent Treatment Plant স্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে একই ধরনের শিল্প এক একটি শিল্প পার্কে স্থানান্তর করে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুন শিল্প কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) থাকতে হবে। পুরাতন শিল্প কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরির জন্য বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি ব্যয়ে কেন্দ্রীয় ইটিপি তৈরি করতে হবে। শিল্প মালিকগণকে সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে। পরিবেশ বাঁচিয়ে শিল্পায়ন ও বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক করতে হবে। জমির আকৃতির সাথে শিল্প কারখানা ডিজাইন করতে হবে এবং	১২/০৪/২০০৯ ও ২৪/৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি, বিসিক ও বিএসএফআইসি	**(ক) <u>বিসিআইসি</u> :** বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে (১) শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি. (এসএফসিএল), (২) যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি. (জেএফসিএল), (৩) চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি. (সিইউএফএল), (৪) আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লি. (এএফসিসিএল), (৫) ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. (ইউএফএফএল), (৬) পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. (পিইউএফএফএল) এবং (৭) ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি. (ডিএপিএফসিএল) এ স্থাপনাকাল থেকেই In-Built System-এ Effluent Treatment Plant (ETP) বিদ্যমান আছে। বর্তমানে ইউএফএফএল ও পিইউএফএফএল কারখানার খালি জায়গায় "Build and Scrap" পদ্ধতিতে প্রতিস্থাপন করে আধুনিক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জ্বালানি সাশ্রয়ী "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" নামক নতুন একটি সার কারখানা স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নতুন সার কারখানায় নতুন আঙ্গিকে ইটিপি স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া, অবশিষ্ট কারখানাগুলোর বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো : **<u>বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারীওয়্যার ফ্যাক্টরি লি., ঢাকা</u>** বিআইএসএফ লি. মূলতঃ একটি সিরামিক কারখানা। এখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার এসিড বা ক্ষতিকর কোন কেমিক্যালস্ ব্যবহার করা হয় না বিধায় পরিবেশ দূষণকারী কোন	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ভূমি ভবন বিনির্মাণের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।			তরল বর্জ্য নেই। এমতাবস্থায় তরল বর্জ্য পরিশোধনের নিমিত্ত ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজন নাই। **উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লি. (ইউজিএসএফএল), চট্টগ্রাম** কারখানাটি একটি শীট গ্লাস উৎপাদনকারী কারখানা বিধায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের তরল বর্জ্য নির্গমনের অবকাশ নেই। এ প্রেক্ষিতে উক্ত কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের নিমিত্ত Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের প্রয়োজন নাই। **চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম** চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স এ কঠিন ও তরল বর্জ্যগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়; শুধু অল্প পরিমানে গ্যাসীয় বর্জ্য হিসাবে ক্লোরিন নির্গত হয়, যা প্রসেসে ক্যালসিয়াম হাইপো ক্লোরাইড তৈরির মাধ্যমে শোষণ করা হয়। **খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস লি: খুলনা** কারখানার প্রসেসে কোন ক্ষতিকারক কেমিক্যালস ব্যবহার করা হয় না বিধায় ETP স্থাপনের প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, বর্তমানে মিলটির উৎপাদন বন্ধ আছে। **ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি., সুনামগঞ্জ** বর্তমানে কনভারশন অফ ওয়েট প্রসেস টু ড্রাই প্রসেস অব ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি.' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নতুনভাবে ইটিপি স্থাপন করা হবে। উক্ত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন যা ডিসেম্বর, ২০১৯ সাল নাগাদ শেষ হবে। **টিএসপি কমপ্লেক্স লি., চট্টগ্রাম** বর্তমানে কারখানা থেকে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent Treatment Pit এর মাধ্যমে Neutralization করার ব্যবস্থা রয়েছে। টিএসপিসিএল পরিচালনা পর্ষদের ৩৩২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমান সময়োপযোগী ইটিপি স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য টিআইসিআইকে দায়িত্ব দেয়া হয়। গত ০৮/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে কোম্পানি বোর্ড সভায় টিআইসিআই কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হলে বোর্ড টিএসপি কমপ্লেক্স লি. এর জন্য ইটিপি স্থাপনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অথবা অন্ততঃ পক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বাধিকমানসম্পন্ন ও স্বীকৃত এরূপ ইটিপি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে নির্দেশনাপ্রদান করা হয়। এই বিষয়ে গত			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				১৯/৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে টিআইসিআই'র প্রতিনিধি ও টিএসপিসিএল এর কর্মকর্তাদেরমধ্যে যৌথ আলোচনা হয়। বিকল্প নকশা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য উপাত্ত দ্রুত প্রেরণের জন্য টিআইসিআইকে পত্র দেয়া হয়েছে। **<u>কর্ণফুলি পেপার মিলস লি: চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা</u>** কর্ণফুলি পেপার মিলস-এ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী ছোট ২টি পন্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনমত এসিড/এলাম ডোজিং করে কম্বাইন্ড বর্জ্যের P^H কন্ট্রোল করে নদীতে বর্জ্য অপসারণ করা হচ্ছে। এছাড়াও স্থায়ী ETP নির্মাণনা করা পর্যন্তবর্জ্য দূষণমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় লেগুন/পিট নির্মাণসহ যাবতীয় কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এছাড়াও কারখানাটিকে লাভজনক ভাবে যৌথ উদ্যোগ/পিপিপি এর আওতায় পরিচালনার নিমিত্ত নতুন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ২৪/৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি এবং M/S Saudi Salwa Company (SSC), KSA এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MOU স্বাক্ষরের পরে SSC কর্তৃপক্ষ বিসিআইসি এর নিকট প্রাথমিকভাবে কিছু তথ্য প্রদানের অনুরোধ করে। বিসিআইসি হতে উক্ত চাহিত তথ্যাদি গত ১২/৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে পত্র মারফত SSC এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। **(খ) <u>বিসিক</u> :** বিসিকের ৭৪টি শিল্পনগরীর ১৪৪টি শিল্প ইউনিটে ETP থাকা প্রয়োজন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ETP স্থাপন করা হয়েছে ৮৫টি-তে এবং নির্মাণাধীন রয়েছে০৬টি-তে। নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই ETP স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেসকল কারখানায় এখনো ETP স্থাপন করা হয়নি, সেসকল কারখানায় ETP স্থাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করার নির্দেশনাসহ বিসিকের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় থেকে তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। এর বাইরে বিসিক কর্তৃক নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে CETP নির্মাণ ব্যয়সহ ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া শিল্প মালিকগণকে তাঁদের কারখানায় ETP স্থাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করার নির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া ২০টি পুরাতন শিল্পনগরীর ETP স্থাপন করার জন্য স্থান নির্ধারণের কাজ প্রক্রিয়াধীন।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				(গ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) : ETP স্থাপনের বিষয়ে বিএসএফআইসি কার্যক্রম নিম্নরূপ: **নাটোর সুগার মিলস্ লি. :** ২০১১ সালে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত ETP এর কার্যকারিতা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সন্তোষজনক না হওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তর এর পরামর্শক্রমে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান রেণউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লি. এবং নাটোর চিনিকলের যৌথ উদ্যোগে ETP এর Rectification ও Modification এর কাজ শেষে ETP পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হয়েছে। **কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি. :** চিনিকল ও ডিস্টিলারির বর্জ্য যথাক্রমে প্রেসমাড ও স্পেন্টওয়াশ ব্যবহার করে একটি জৈব সার উৎপাদন কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে জৈব সার উৎপাদনের কাজে তরল বর্জ্য ব্যবহার হচ্ছে এবং অবশিষ্ট তরল বর্জ্য ৩টি লেগুণে সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে কোন তরল বর্জ্যই আর মাথাভাঙ্গা (বাংলাদেশ)/চুর্নী (ভারত) নদীতে নির্গমন হচ্ছে না। **অন্যান্য চিনিকল :** পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি শিল্প কারখানার সাথে ETP স্থাপনের নিমিত্ত বিএসএফআইসি'র আওতাধীন ১৪টি চিনিকলে ETP স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ডিপিপি'র উপর যাঁচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত ডিপিপি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় প্রণয়ন করে গত ০৬/৭/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ কার হয়েছে। ২৮/৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে ডিপিপি'র উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। ETP স্থাপনের পূর্বে মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে চিনিকলসমূহে তরল বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য মিল প্রাঙ্গানে লেগুণ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে চিনিকলের তরল বর্জ্য লেগুণে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বিধায় তরল বর্জ্য মিল এলাকার বাহিরে যাচ্ছে না, ফলে বাহিরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে না।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২	(প্রকল্প) চিনিকলের পাওয়ার জেনারেশন চিনিকলগুলোর জেনারেটরে আখ মাড়াই মৌসুম ব্যতীত অন্য সময়ে যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করতে পারে সে বিষয়ে বিএসএফআইসি বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। র-সুগার আমদানি : শিল্প মন্ত্রণালয় র-সুগার আমদানি এবং চিনিকলে তা রিফাইন করার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাঁচাই করে দেখবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা। নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন শীর্ষক চলমান প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে ডিস্টিলারি, বায়ো-গ্যাস, বায়োকম্পোস্ট প্ল্যান্ট সংযোজন করে প্রণীত আরডিপিপি গত ২১/৬/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান। অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ৭৮৩.৪৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : আর্থিক ২৪.৬৩ লক্ষ টাকা, বাস্তব ১৬%। নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে র-সুগার থেকে রিফাইন সুগার উৎপাদনের প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য চিনিকলেও অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা আছে।	মেয়াদ জুন, ২০১৮		
১৩	রুগ্ন শিল্পের পুর্নবাসন: প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় একটি সমীক্ষা করে তার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনাপ্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বিআইএম কর্তৃক নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইতঃমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে তথ্য সংগ্রহ করে বিআইএম কর্তৃক প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের কার্য ক্রমচলছে।	বাস্তবায়নাধীন		
১৪	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারির (Dual System Machinary) সংস্থান রাখা।	গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।	বিএসএফআইসি	আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) একনেক কর্তৃক গত ২১/৭/২০১৬ তারিখে শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চিলিং স্টোরেজের ব্যয় প্রাক্কলন করে পুনর্গঠন ডিপিপি গত ০৫/১২/২০১৬ তারিখে ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত/বর্ধিত প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডিজাইন কাজের জন্য ১২/০১/২০১৭ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি অনুসারে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বর্ধিত/সংশোধিত প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডিজাইন কাজের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে যন্ত্রপাতির চূড়ান্ত স্পেসিফিকেশন পাওয়া গেছে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে EPC (Engineering, Procuring & Commissioning) ঠিকাদার নিয়োগের জন্য ১২/৬/২০১৭ তারিখে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। গত ২০/৯/২০১৭, ২৬/৯/২০১৭ ও ২৮/৯/২০১৭ তারিখ যথাক্রমে প্যাকেজ-১, প্যাকেজ-২ ও প্যাকেজ-৩	মেয়াদ জুন' ২০১৮		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				এর দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়। বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে। অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ১২৬৯.৮৮ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : আর্থিক৩১.৬৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব ১৭%। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) কর্তৃক গবেষণায় সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আলোচ্য প্রকল্পটি সফল ও লাভজনক হলে ভবিষ্যতে যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব সে সব চিনিকলে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারির সংস্থান রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।			
১৫	শিল্প উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় শিল্পনীতিতে প্রয়োজনে এর সহায়ক সুযোগ রাখতে হবে। শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পের বিকাশ প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেও শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব পালন করতে হবে।	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।	-	শিল্প উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, শ্রমঘন শিল্পের বিকাশ ও অধিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কাজ করছে। এর মধ্যে - **<u>বিসিক :</u>** আগামী ১০ বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক হতে ১টি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত রোডম্যাপের আওতায় বিদ্যমান ২৫টি ও নতুন ২২টি সহ মোট ৪৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতঃমধ্যে সরকারি খাতে ৩৮৩২.৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৩,৬৬১টি শিল্প ইউনিটের মাধ্যমে ৩,৭১,০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানেরসৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে ৭ম পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ৬,৬৬৫.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ১,৩৬,৩৩৩টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করা হবে। এর ফলে প্রায় ১০,২০,২০০ জন লোকের কর্মসংস্থানহবে এবং পরিকল্পনা মেয়াদে মোট ১,৪৩,১০০ জনকে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতঃমধ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক মেয়াদে বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তা ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ৫,৮৭০.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ২৩,২৪৯টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ১,৯১,৬৭৪ জন লোকের কর্মসংস্থানসৃষ্টি হয়েছে এবং মোট ৫১,০৯৯ জনকে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				বিএসইসি : বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। (ক) ইষ্টার্ণ টিউবস লি এ এলইডি লাইট (সিকেডি) সংযোজন প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পটি ছয় তলা ভবন নির্মাণের ব্যয়সহ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। (খ) 'গাজী ওয়্যারস লি. কে শক্তিশালী ও আধুনিকিকরণ' প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ১২/৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় সুপারিশকৃত। (গ) প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এর ঢাকার তেজগাঁওস্থ জায়গায় একটি ১৪ তলা বিশিষ্ট সার্ভিস সেন্টার ও বাণিজ্যিক ভবন নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ছাড়পত্রের জন্য রাজউকে আবেদন করা হলে রাজউক কর্তৃক উক্ত শিল্প প্লটটি বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তরের অনুমতি পত্র চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে প্লটটি বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তরের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আবেদন এবং ফি বাবদ নির্ধারিত৩.৬০ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। ছাড়পত্র প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। (ঘ) বগুড়া জেলার ছয়পুকুরিয়া মৌজায় বিএসইসি এর অনুকূল অধিগ্রহণকৃত ১৫.৪২ একর জমিতে একটি পাওয়ার টিলার প্রস্তুত কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।			
১৬	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি ও যৌথ-এই তিন প্রকারের হতে হবে। তবে বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।		বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। বিষয়টি প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনার বাস্তবায়নাধীন তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ২৯/৮/২০১৭ তারিখের ৩৬.০০.০০০০.০৫১.০৬.০০৮.১৭.২২৬ নম্বর পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।			
১৭	নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্পের জন্য যে জায়গা নির্ধারণ করা হচ্ছে তা শিল্প স্থাপনের উপযোগী কিনা এ বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয়কে দেখতে হবে। জেলা ও উপজেলা মাস্টার প্ল্যানে কোন্ স্থানে শিল্প এলাকা স্থাপিত হবে, তা চিহ্নিত করতে হবে। শিল্প বর্জ্য কোথায় কিভাবে নিষ্ক্রান্ত হবে সে বিষয়টি পরিকল্পনার সময়ই নির্ধারণ করতে হবে। জরিপ	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।		**শিল্প মন্ত্রণালয়** নগরায়নের মাস্টার প্ল্যান এবং জেলা উপজেলা মাস্টার প্ল্যানে শিল্প স্থাপন এবং শিল্প বর্জ্য নিষ্ক্রান্তের স্থান নির্ধারণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে। **বিসিক** নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিত করণের নিমিত্তে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক থেকে ০২/১১/২০১৪ খ্রি. এবং ১৮/৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের প্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক জেলা ও উপজেলা			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	পরিচালনার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় উপযোগী শিল্পের জন্য স্থান নির্ধারণ করতে হবে। কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনায় রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এ সকল বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকতে হবে।			থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। যে সকল জেলাসমূহ হতে তথ্য পাওয়া যায়নি সে সকল জেলার তথ্য প্রাপ্তির জন্য ২৪/৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে পুনরায় বিসিক কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।			
১৮	সরকারি বেসরকারি শিল্পে বিশেষ করে সার কারখানাগুলোতে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিসিআইসি'র বিদ্যমান পুরাতন সার কারখানা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানার পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দ্রুত সার কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা।		**বিসিআইসি** বিসিআইসি এর অধীনস্থ বিদ্যমান পুরাতন সার কারখানা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, শক্তিসাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। এক্ষেত্রে শাহজালাল ফার্টিলাইজারফ্যাক্টরিতে জালালাবাদ টিএন্ডটি সিস্টেম লি. কর্তৃক সঠিক সময়ে পর্যাপ্তগ্যাস সরবারহ নিশ্চিত করায় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চিন সরকারের সঙ্গে সহজ শর্তে ঋণ চুক্তি সম্পাদন হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজারপ্রকল্প" নামক নতুন সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে নির্ধারিত০৪টি বিডার কর্তৃক দাখিলকৃত Tender সমূহের মূল্যায়ন কাজ চলছে।			
১৯	বিসিকের বিভিন্ন শিল্পনগরীতে যারা ভূমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না, তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বরাদ্দ দিতে হবে। বিসিকের শিল্প নগরির উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেটের সংস্থান রাখতে হবে।	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা।	বিসিক	বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে অব্যবহৃত প্লট বাতিল করে তা সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাদের নিকট বরাদ্দ দানের জন্য ইতঃমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিসিকের প্রধান কার্যালয় থেকে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর নিকট সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাও প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিমাসে বিসিকের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় শিল্পনগরীর বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা হয় এবং তা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাপ্রদান করা হচ্ছে। বিসিকের অব্যবহৃত প্লট বাতিলের বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্লট বরাদ্দ ও বাতিলের এখতিয়ার স্থানীয় জেলার ভূমি বরাদ্দ কমিটির। বর্তমান ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এপর্যন্ত০৪টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে শিল্পনগরীসমূহের বরাদ্দ যোগ্য ১৯৭টি প্লট বরাদ্দের জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির (LAC) মাধ্যমে উক্ত প্লটসমূহের বরাদ্দ কার্য ক্রমপ্রক্রিয়াধীন আছে। বিসিক শিল্পনগরীসমূহ মানসম্পন্নভাবে চালু রাখার জন্য এবং রাস্তা, ড্রেন, ভবন ও পানি সরবরাহ লাইন মেরামত/সংস্কার কাজও চলমান আছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সংশোধিত বাজেটে এ খাতে ১৬.৪০			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। e-GP তে টেন্ডার আহবানের কার্যক্রম চলছে।			
২০	ক্রমাগ্রসরমান প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এর নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগে ১টি করে মোট ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অনলাইন ও প্রাকটিক্যাল উভয় প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।		**বিটাক** বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। বিদ্যমান হোস্টেল সুবিধাসহ (পুরুষ/মহিলা) বিভাগওয়ারী বিটাকের কেন্দ্রসমূহের অবস্থান নিম্নরূপ: **কেন্দ্র** / **বিভাগ** / **হোস্টেল** বিটাক, ঢাকা / ঢাকা / মহিলা ও পুরুষ বিটাক, চট্টগ্রাম / চট্টগ্রাম / পুরুষ বিটাক, চাঁদপুর / চট্টগ্রাম / পুরুষ বিটাক, খুলনা / খুলনা / পুরুষ বিটাক, বগুড়া / রাজশাহী / পুরুষ প্রথম পর্যায়ে বিটাকএর বিদ্যমান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য কেন্দ্র যথা- চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে মহিলা হোস্টেল নির্মাণের জন্য প্রণীত ডিপিপি এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হোস্টেল ভবন ৬ তলার পরিবর্তে ৮ তলা ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণের ডিপিপি'টি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১০/৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় হোস্টেল ভবন ৬ তলার পরিবর্তে ৫ তলা ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গত ১৬/৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে নকশা সংশোধনের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট ৩টি বিভাগে যথাঃ সিলেট, বরিশাল ও রংপুর-এ মহিলা হোস্টেলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে জমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক সিলেট, বরিশাল ও রংপুরকে পত্র দেয়া হয়। ইতঃমধ্যে রংপুর জেলা প্রশাসক হতে জমির স্কেচ ম্যাপসহ সম্ভাব্য মূল্য পাওয়া গিয়েছে। যা যথাক্রমে ৯,২৫,৩৪,৪০০/-টাকা, ১২,০৫,৭৫,৮১২/-টাকা। তৎপ্রেক্ষিতে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ০১/৩/২০১৭ তারিখে ২টি বিভাগীয় শহরে মহিলা হোস্টেলসহ বিটাক এর কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিজিটাল নকশা প্রণয়নের লক্ষ্যে পত্র দেয়া হয়েছে। সিলেটের সদর উপজেলার খিদিরপুর মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমির স্থান পরিদর্শন করা হয়েছে। শীঘ্রই অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১	রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বা বন্ধ ও বন্ধপ্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে তুলতে হবে। পরিকল্পিত শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে এসব জমি চিহ্নিত করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে। বিনিয়োগ যেন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।		শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন ৫টি প্রতিষ্ঠান [১. চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি), ২. খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস্লি., ৩. ঢাকা লেদার ৪. বাংলাদেশ ইন্সুলেটর ও স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি., ৫. নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি.) এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১টি (আর আর টেক্সটাইল মিলস্ লি.] রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি ব্যবহারের বিষয়ে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গত ১৯/৮/২০১৫ তারিখ শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি/সম্পত্তি শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনঃচালুকরণ ও আবশ্যকীয় অন্য প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সর্বশেষ গত২৬/৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি উল্লেখ করা হলো : (১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি), ২) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস্লি. এবং ৩) নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এর অগ্রগতি ক্রমিক নং ১১ তে বর্ণিত আছে। **(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি (ডিএলসি)** : বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর অধিগ্রহণকৃত ভূমি থেকে ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. এর নামে ১৮.০০ (আঠারো) একর জমি বিসিআইসি'র নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে ১৫/০২/২০১৭ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : (ক) ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে ১৮.০০ (আঠারো) একর জমির মূল্য বাবদ ৫৪.০০ (চুয়ান্ন) লক্ষ টাকা ডিএলসিএল জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে পরিশোধ করবে। জেলা প্রশাসক, ঢাকা রিজিউম ১৮.০০ একর জমি ডিএলসিএলের নামে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) মোট ১৮.০০ (আঠারো) একর জমি ডিএলসিএল, বিসিআইসি এর অনুকূলে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ডিএলসিএল কর্তৃপক্ষ বিসিআইসির মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে। (গ) লেদার রিসার্চ ইনস্টিটউট শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে স্থানান্তরের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গত ১৫/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখে ডিএলসিএল এর ব্যবস্থাপনা			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				পরিচালক এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা এর ভূমি অধিগ্রহণ অনুবিভাগের শাখা-১ এর ১ জন কানুনগো, ২ জন সার্ভেয়ার ডিএলসিএল কারখানা, নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত এল.এ কেস নং ৩৬/৬৮-৬৯ এর হস্তান্তরযোগ্য জমির বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত ও মাপজোক করে জমির পরিমাণ ১৮.০০ (আঠারো) একর সঠিক দেখতে পান। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত (ক) অনুযায়ী ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেড এর দখলে থাকা ১৮.০০ (আঠারো) একর জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৫৪.০০ (চুয়ান্ন) লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর পরিশোধের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সিদ্ধান্ত (খ) অনুযায়ী মোট ১৮.০০ (আঠারো) একর জমি ডিএলসিএল, বিসিআইসি এর অনুকূলে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য গত ০৩/৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত (গ) অনুযায়ী গত ১৪/৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে ডিএলসিএল এর দখলে থাকা ১৮.০০ একর এবং লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর ৫.৬২ একর জমিসহ সর্বমোট ২৩.৬২ একর জমি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত ২৯/৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী সাভারের ডিএলসিএল ও লেদার রিসার্স ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব, বিসিএসআইআর এর চেয়ারম্যান ও চামড়া গবেষণা ইনষ্টিটিউটের পরিচালক-কে ডিএলসিএল এর দখলে থাকা ১৮.০০ (আঠারো) একর জমি যথাশীঘ্র সম্ভব ডিএলসিএল এর অনুকূলে ছেড়ে দেয়ার জন্য নির্দেশনাপ্রদান করেন। পরিদর্শনকালে ডিএলসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চামড়া গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। **(৫) বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর ও স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরি লি., মিরপুর (বিআইএসএফ)** বাংলাদেশ ইনসুলেটর ও স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি (বিআইএসএফ) লি. বিগত বছরগুলোতে অলাভজনকভাবে পরিচালিত হওয়ার প্রেক্ষিতে গত ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত “জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)” এর সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসাবে বিসিআইসি পর্যায়ে আর্থ			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটি ও বিআইএসএফ কারখানা পর্যায়ে ইন-হাউস কমিটি গঠন করা হয়। ইতঃমধ্যে কারখানা পর্যায়ে গঠিত ইন-হাউস কমিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। বিসিআইসি কর্তৃক গঠিত আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটি থেকে সদস্য নিয়ে জমি নির্বাচনের জন্য একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটি জমি নির্বাচনেরকাজ ইতঃমধ্যে শেষ করে প্রতিবেদন আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটির নিকট দাখিল করেছে। পরবর্তীতে গত ২৬/৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ইতঃপূর্বে বিআইএসএফ এর ইন-হাউস কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনটি সংশোধনপূর্বক জরুরিভিত্তিতে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বিআইএসএফ এর ইন-হাউস কমিটির কার্যক্রমচলছে।			
২২	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সকলের সাথে আলোচনা করে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।	ডিপিডিটি	**<u>পেটেন্ট, ডিজাইন ও টেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)</u>** সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একিভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যমান ও প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাসে সংযুক্ত ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যার ভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ও কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ০৬/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ০২/৩/২০১৬ তারিখে ডিপিডিটি ও কপিরাইট অফিসের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় Linked Database বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। অতঃপর এ বিষয়ে গত ১৫/০২/২০১৭ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে।			
২৩	শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা যাদের নিজস্ব আয় রয়েছে, সেসব দপ্তর/ সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান এবং বিদ্যমান মেধাবী কর্মকর্তাদের চাকুরিতে নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান বেতন কাঠামোর বাইরে পৃথক বেতন কাঠামো সৃষ্টি করা যায় কিনা তা শিল্প মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড সহ	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।		**<u>বিএসটিআই</u>** বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি পদ যথা : পরীক্ষক, ফিল্ড অফিসার, পরিদর্শক পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতঃমধ্যে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের আয়ের একটা অংশ উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রণোদনা হিসেবে দেয়ার বিষয়টি মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে এবং প্রয়োজনে তা নিশ্চিত করবে।						
২৪	দেশে সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও সমন্বিত শিল্পায়ন তরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদির বাইরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন কোন একটি একক কর্তৃপক্ষ গঠন করা যায় কিনা প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনাক্রমে সে বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে।	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।		শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোন পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠিত না হওয়ায় নির্দেশনাটি বাস্তবায়নাধীন তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ২৯/৮/২০১৭ তারিখের ৩৬.০০.০০০০.০৫১.০৬.০০৮.১৭.২২৬ নম্বর পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।			
২৫	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের গুরুত্ব দিতে হবে।	গত ২৪/৮/২০১৪ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।		**বিএসএফআইসি** **(১)** কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিস্টিলারি ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ মোজাম্মেল হক সরেজমিনে ডিস্টিলারি ইউনিটটির উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ (Process) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। বিএসএফআইসি'র বোর্ড কর্তৃক কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ নিয়োগসহ গবেষণা কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নকরণ নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগকে অবহিত করা হলে উক্ত বিভাগ কর্তৃক জানানো হয় যে, কোন গবেষণা/উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল সফল বা বিফলভাবে সমাপ্তি ঘটতে পারে এবং ফলাফল বিফল হলেও পরম্পরায় বিফল ফলাফলই উন্নয়ন কার্যক্রম সহযোগিতার পথ নির্দশক হিসেবে কাজ করবে। ফলশ্রুতিতে কোন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রস্তাবিত ব্যয় কাজের অগ্রগতির উপর			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				মূল্যায়ন বা কিস্তিতে ব্যয় নির্বাহ করার উপর নির্ভর করে না। এ প্রেক্ষিতে গবেষণা/উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয়েরMode of payment কিস্তিতে প্রদানের কারণে Research & Development কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করায় কার্যক্রম বন্ধ ছিল পরবর্তীতে ৩১/৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় পুনরায় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(২)** ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন গৃহীত প্রকল্পের প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ডিজাইন কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রাফ্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে যন্ত্রপাতির চূড়ান্ত স্পেসিফিকেশন পাওয়া গেছে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে EPC (Engineering, Procuring & Commissioning) ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত ১২/৬/২০১৭ তারিখে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। বর্তমানে প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলছে। সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য ২০১১-১২ মৌসুম হতে পাইলট প্রকল্পের আওতায় ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঈশ্বরদী এবং আঞ্চলিক ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঠাকুরগাঁও এ দুটি প্রতিষ্ঠানে সুগার বিট উৎপাদন গবেষণা চলছে। বাংলাদেশ ট্রপিক্যাল সুগার বিট একটি নতুন ফসল। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ট্রপিক্যাল সুগার বিট উৎপাদন গবেষণার ফলাফল পরীক্ষান্তে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে ডিফিউজার প্ল্যান্টসহ আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **(৩)** নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন গৃহিত প্রকল্পের প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ডিজাইন কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রাফ্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে যন্ত্রপাতির চূড়ান্ত স্পেসিফিকেশন পাওয়া গেছে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে EPC (Engineering, Procuring & Commissioning) ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করে দরপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। **(৪)** সংস্থার ১৫টি চিনিকলে আখ মাড়াই করে ডাবল সালফিটেশনের			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				প্রক্রিয়ায় প্ল্যান্টেশন হোয়াইট সুগার উৎপাদন করা হয়। প্ল্যান্টেশন হোয়াইট সুগার থেকে ব্রাউন সুগার উৎপাদনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক কনসালটেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে চিনিকলসমূহে উৎপাদিত চিনি ব্রাউন সুগার মানের সমতুল্য কিনা তার মানমাত্রা বিশ্লেষণের জন্য BRTC, BUET কে অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে BRTC, BUET কর্তৃক এ ধরণের মানমাত্রা বিশ্লেষণ করা হয় না মর্মে অবহিত করা হয়। পক্ষান্তরে BCSIR এ প্রেরিত নমুনাসমূহের বিশ্লেষিত ফলাফল ফলাফল পাওয়া যায়নি। তদুপরি বিএসএফআইসি'র রাসায়নবিদগণ পরীক্ষামূলকভাবে ফরিদপুর, কেরু এন্ড কোং ও নর্থবেঙ্গল চিনিকলে ব্রাউন সুগার উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম/পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও চিনির গুনগতমান ব্রাউন সুগার মানের হয়নি। চলমান প্রক্রিয়ায় প্ল্যান্টেশন হোয়াইট সুগারের পাশাপাশি ব্রাউন সুগার উৎপাদনের সুযোগ নেই মর্মে সংস্থার রসায়নবিদগণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। ১৫টি চিনিকলে বিদ্যমান যন্ত্রপাতি দিয়ে ব্রাউন সুগার তৈরির সুযোগ না থাকায় নতুন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ব্রাউন সুগার তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করা যেতে পারে মর্মে ৩১/৮/২০১৭ তারিখে বিএসএফআইসি'র ২৩১০তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **(৫)** স্টিভিয়া ক্যালরিবিহীন একটি মিষ্টি জাতীয় গাছ। এর পাতা শুকিয়ে গুড়া করে তা চিনি বা গুড়ের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে ডায়বেটিস রোগীসহ যাদের অধিক ক্যালরি গ্রহণ করা সমীচিন না তাদের জন্যই এ স্টিভিয়া পাতার গুড়া চিনির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশে স্টিভিয়া চাষের সম্ভবনা, ব্যবহার, গুরুত্ব ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব বিষয়ে বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা গবেষণা পরিচালনা করছে। **(৬)** ১১/৩/২০১৫ তারিখের বিএসএফআইসি'র ২১৭৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১ কেজি, ২ কেজি ও ৫ কেজি প্যাকেট এর মধ্যে সদর দপ্তরে ও মিলে ইতঃমধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেট চিনি বাজারজাতকরণ কার্যক্রম নিয়মিত চলছে **(৭)** মিল জোন এলাকায় ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে মিলের ব্যবস্থাপনায় বাজারজাতকরণের কার্যক্রম চলছে। **(৮)** আখ চাষ, শিল্প পণ্য রপ্তানি ও বাজারজাতকরণসহ রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা সেল গঠনের প্রস্তাবনা বিএসএফআইসি'র বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে যা সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোতে সংযোজনের জন্য কার্যক্রম চলছে। **বিএসইসি**			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গঠনের মাধ্যমে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে রপ্তানিযোগ্য পণ্য চিহ্নিতকরণসহ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। **বিসিআইসি** বিসিআইসি'র অধীনস্থ কারখানাসমূহে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার, কাগজ, সিমেন্ট, ইনসুলেটর, স্যানিটারিওয়্যার, গ্লাস শিট ও হার্ড বোর্ড উৎপান হয়। পণ্যগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্ম-পরিকল্পনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে : **১। বিআইএসএফ লি. এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ :** এই প্রক্রিয়ায় কারখানায় উৎপাদিত স্যানিটারিওয়্যারের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যাটারি কাস্টিং ও অটো গ্লেজিংসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিআইএসএফ লি. এর মূলধন খাতে স্বল্পমেয়াদি পুনর্বাসনকর্মসূচি আওতায় ১৭টি মেশিনারিজ এর মধ্যে ০৬টি সরবরাহ পাওয়া গেছে এবং উক্ত মেশিনারিজের Installation এবং Commission সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৬/৮/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ" সভায় বিআইএসএফ অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে স্বল্পমেয়াদি পুনর্বাসন কর্মসূচি আওতায় ক্রয়তব্য অবশিষ্ট ১১টি মেশিনারিজ ক্রয়ের ব্যাপারে বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নেই। তবে কারখানার জরুরি প্রয়োজনে উক্ত ১১টি মেশিনারিজের মধ্যে Universal Testing Machine ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। **২। কেপিএম লি. এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ :** কেপিএম এর পেপারের মান উন্নয়নে পেপার মেশিনের ক্যালেন্ডার, হাইড্রোলিক প্রেস সিস্টেম, 3rd press, লেভেল ইন্ডিকেটর সিস্টেম, কনসিসটেন্সি কন্ট্রোল সিস্টেমসহ সম্পূর্ণ কন্ট্রোল সিস্টেম, রিফাইনার এর ডিস্ক, ২ নং পেপার মেশিনের ড্রাইভ কন্ট্রোল সিস্টেম ও সুপার ক্যালেন্ডার ইত্যাদি সংগ্রহ করে প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা কারখানার বর্তমান আর্থিক সংকটের কারনে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে কেপিএম লি. কর্তৃপক্ষ ২৭/৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে পত্র মারফত জানায়। অর্থ প্রাপ্তির সাপেক্ষে উক্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র/যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				করা গেলে কাগজের সার্বিক গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য যে, কেপিএম এর পাশে অবস্থিত কেআরসি প্রাঙ্গনে দৈনিক ২০০ মে. টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আধুনিক নতুন পেপার মিল স্থাপনের জন্য গত ২৪/৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি এবং M/S Saudi Salwa company (SSC), KSA এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত পেপার মিলটি স্থাপিত হলে রপ্তানিযোগ্য কাগজ উৎপাদন সম্ভব হবে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৬ প্রদানের জন্য মোট ৪৪টি প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন পাওয়া গেছে। আবেদনসমূহের প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। অ্যাসেসমেন্ট কমিটির ১ম সভার জন্য প্রস্তুতি চলছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ০৪টি প্রতিষ্ঠানে KAIZAN কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। অক্টোবর/২০১৭ মাসে ০১টি প্রতিষ্ঠানে KAIZAN এর ১ম পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এনপিও অক্টোবর/২০১৭ মাসে শিল্প ও সেবামূলক ০৮টি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে৩৬৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।			
২৬	যে সব জমি অনুর্বর অথবা যেসব জমিতে ফসল কম হয় সেসব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় প্রদত্ত নির্দেশনা		**<u>বিসিক</u>** যেসব জমি অনুর্বর অথবা যেসব জমিতে ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্পনগরী স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের জমিতে শিল্প এলাকা চিহ্নিতকরণের জন্য দেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর বিসিক কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলায় শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতঃমধ্যে প্রত্যেকটি উপজেলায় শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত জমি আছে কিনা তা জানানোর জন্যও পত্র দেয়া হয়েছে। **<u>উত্তরাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন</u>** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত উত্তরাঞ্চলের 'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী, বগুড়া' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটির ডিপিপি বাংলায় প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ০৯/৮/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিতডিপিপি বিসিক কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	চলমান প্রক্রিয়া		
২৭	মোবাইলসহ ই-কৃষির মাধ্যমে কৃষকদের তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা জোরদার করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষি পণ্য	২১/৩/২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত।	বিসিক	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষি পণ্য ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে বেসরকারিভাবে উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে বিসিকের মাঠ কার্যালয়সমূহকে ইতঃমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে প্লট	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে।			বরাদ্দের সময় কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।			

বাস্তবায়নাধীন ০৯টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	(প্রকল্প) বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরগুনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ০৯/০১/২০১২। ডিপিপি সংশোধন ১৬/১০/২০১৪। ‘বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬ মেয়াদে ১৬/১০/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবদ ২.৪৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০/৫/২০১৫ তারিখে অধিগ্রহণকৃত জমির পজেশন বুঝে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক আংশিক (৩৮%) মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট মাটি ভরাটের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। মাটি ভরাট কাজের লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ি মাটি ভরাটের কাজ প্রায় ৭৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ের পরিমাণ ৪২২.৬০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৩৮% (আর্থিক)।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৮		
০২	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্টগ্রামের মিরসরাই অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে উঠা ১৭০০০ একর জায়গার মালিকানা এবং পরিমাণ নিয়ে চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মিমাংসার নিমিত্তে রিট পিটিশন করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের দায়েরকৃত ১২২১/১০ নং রিট মামলাটি শুনানির জন্য অপেক্ষামান আছে। জেলা প্রশাসক ফেনী হতে গত ০৭/৬/২০১৫ তারিখের পত্র মারফত জানা যায় বর্ণিত রিট পিটিশন মামলাটি২ জন বিচারপতি দ্বারা গঠিত দ্বৈত বেঞ্চে চূড়ান্ত শুনানির অপেক্ষায় আছে।	বাস্তবায়নাধীন	-	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৩	দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	২২/০২/২০১১ ও ২৪/৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত ২৩/১০/২০১৬ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : 'বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন বড় নিশানবাড়িয়া মৌজায় অথবা উক্ত জেলার অন্য কোন স্থানে শিপ রি-সাইক্লিং জোন অথবা অন্য কোন শিল্প স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে পুনরায় যাচাই করে মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, বরগুনাকে পত্র প্রদান করতে হবে'। সভার সিদ্ধান্তনুযায়ী মতামত প্রদানের জন্য গত ০৬/১১/২০১৬ তারিখ জেলা প্রশাসক, বরগুনাকে পত্র প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসক, বরগুনা এ বিষয়ে একটি মতামত প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক, বরগুনা এর মতামতের আলোকে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন ছোট নিশানবাড়িয়ায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (Ship Recycling) শিল্প স্থাপনের বিষয়ে প্রস্তাবিত স্থানের নাব্যতা এবং অবকাঠামো নির্মাণ সুযোগ সুবিধা/সম্ভাবনা এ শিল্প ইয়ার্ড নির্মাণের উপযোগী কিনা তা নির্ধারণের বিষয়ে বিস্তারিত কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে গত ৩০/০৩/২০১৭ তারিখ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন কে অনুরোধ করা হয় এবং কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনা করার জন্য কি ধরণের অর্থের প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রেরণের জন্য বিএসইসিকে অনুরোধ জানানো হয়। এরই মধ্যে ২৩/৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে খুলনা শিপ ইয়ার্ড লি হতে জানানো হয়েছে, খুলনা শিপ ইয়ার্ডের কার্যক্রম সুপরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক বিগত ২০১৫ সাল হতে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ছোট নিশাবাড়িয়া মৌজাস্থ তেতুলবাড়িয়া এলাকায় ১৬২ একর (কম/বেশি) ব্যক্তিমালিকাধীন/ খাস জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এতদবিষয়ে, বিগত ২৬ মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত খুলনা শিপ ইয়ার্ডের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				নৌবাহিনী কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রাথমিকভাবে বর্ণিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ উপযোগিতা বিবেচনায় উপরোক্ত জমির স্থান নির্ধারণের কার্যক্রম সম্পন্ন করে। শিপইয়ার্ড নির্মাণের জন্য নির্বাচিত স্থানের পূর্ব পার্শ্বে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত শিল্প স্থাপনের উপযোগী খালি জমি রয়েছে জানিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত খুলনা শিপ ইয়ার্ড কর্তৃক অধিগ্রহণের সুবিধার্থে বর্ণিত এলাকায় ১৬২ একর জমি (কম/বেশি) বাদ দিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০/১০/২০১৭ তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : (ক) বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজাস্থ তেতুলবাড়িয়া এলাকায় খুলনা শিপ ইয়ার্ড সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাবিত ১৬২ একর জমি বাদ দিয়ে উক্ত স্থানের পূর্ব পার্শ্বে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ তৈরি কারখানা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিতকরণ ও তা বরাদ্দ/ অধিগ্রহণের কার্যক্রম শুরু করা হবে। (খ) তালতলী উপজেলার খুলনা শিপ ইয়ার্ড সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাবিত ১৬২ একর জমি বাদ দিয়ে উক্ত স্থানের পূর্ব পার্শ্বে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ তৈরি কারখানা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত (Ship Recycling) শিল্প স্থাপনের জন্য ন্যূনতম ১০০ একর জমি চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, বরগুনাকে অনুরোধ করা হবে। সভার সিদ্ধান্তনুযায়ী ০১/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে জেলা প্রশাসক বরগুনাকে পত্র প্রদান করা হয়েছে।			
০৪	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো এবং বিসিআইসির অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ। (১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, ও (২) বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে খালিশপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিআইসি	(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল : পূর্ব পৃষ্ঠার ক্রমিক নম্বর১১(৩) তে উল্লিখিত অগ্রগতির অনুরূপ। (২) বিসিআইসির অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৩/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খুলনাস্থ "দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস" এর জায়গায় আইসিটি পার্ক স্থাপন সম্পর্কে Feasibility Study করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ০৬/৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে Feasibility Study প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				উক্ত প্রতিবেদনটি পুনঃপর্যালোচনা করে Feasibility Study প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ০৩/৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে কমিটিকে অনুরোধ করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনটি পর্যালোনা চলছে।			
০৫	(প্রকল্প) সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জকে শিল্পপার্ক স্থাপন কাজ ত্বরান্বিত করা	০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে বিএ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৮৯২.০০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের তারিখ : ৩১/৮/২০১০ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ২২/৯/২০১৬ খ্রি. সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : ৬২৮.১০ কোটি টাকা। জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে। ১১/৬/২০১৩ তারিখে জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। Tropographical Survey, Hydrological Survey, Soil condition & River Movement এবং Initial Environmental Empect (IEE) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। নদী শাসনের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতঃমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর আওতায় নির্মিত ক্রসবার-৩ ও ক্রসবার-৪ এ দুই স্থর বিশিষ্ট পাথর ফেলে হার্ডেনিং করা হয়েছে। এতে ক্রসবার দুইটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প এলাকা ঝুঁকিমুক্ত বলে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত প্রত্যয়ন পত্রের আলোকে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে একনেক কর্তৃক ২২/১১/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ৩টি লটে মোট ২৬টি দরপত্র পাওয়া গেছে। মূল্যায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয়ের পরিমাণ ১০২৮৬.০৯ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ১৬% (আর্থিক)।	মেয়াদ জুন' ২০১৯	ভবিষ্যতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী ব্যবস্থা না হলে এ প্রকল্পের অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে। তবে বর্তমানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (পাইলট) অব বাংলাদেশ রিভার সিস্টেম প্রকল্পের আওতায় ৪টি ক্রস বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে।	Hydrological Survey ও River Movement এর Report ভিত্তিতে যমুনা নদীর এ্যালাইনমেণ্ট অনুযায়ী ক্রস বাঁধকে স্থায়ী করা জরুরি। এছাড়া নদীর পশ্চিম কিনারা দিয়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করাও জরুরি।
০৬	(প্রকল্প) রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার হাফেজিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩১৮.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ২৮/১০/২০১৪। রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপির আলোকে গত ২২/৩/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় জুলাই/২০১৫ থেকে জুন/২০১৮ মেয়াদে ১২৮৮১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন লাভ করে। একনেক সভার সিদ্ধান্তে প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" নামে নামকরণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব ০৬/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রিয় ভূমি	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৮		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				অধিগ্রহণ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।			
০৭	(প্রকল্প) চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৭৭.০০ লক্ষ টাকা। “বিসিক শিল্পনগরী, সন্দ্বীপ” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত প্রকল্পটির পরিবেশগত ছাড়পত্রের ফি প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি কমিটি (বিসিকের একজন প্রতিনিধিসহ) প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করে। পরিদর্শন প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি। প্রকল্পটির উপর ইআইএ স্টাডি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	-		
০৮	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়	পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫/১১/২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া মৌজায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে ১০৫.৪২ একর জমি বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি) কে বরাদ্দ প্রদানের জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নৌবাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়। একই বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতেও নৌ বাহিনীকে পত্র প্রদান করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নৌ বাহিনী হতে পত্রযোগে জানানো হয় যে, নৌবাহিনীর জন্য প্রস্তাবিত জমি হতে ১০৫.৪২ একর জমি বিশেষ করে পর্যাপ্ত গভীরতাসহ নদী তীরভূমি বরাদ্দ করা হলে সাবমেরিন বেসিনসহ ফ্রিগেট এবং অন্যান্য জাহাজের জেটি ও বেসিনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা দুরূহ হবে। শিপ ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নৌ বাহিনী কর্তৃক প্রস্তাবিত জমির উত্তরে অবস্থিত আন্দারমানিক নদীর উত্তরপার্শ্বের নিশান বাড়িয়া এলাকায় নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্টের পার্শ্ববর্তী জমি হতে বিএসইসি কর্তৃক চাহিদাকৃত জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০/০১/২০১৭ তারিখ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর সংস্থা সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নৌ বাহিনী কর্তৃক প্রস্তাবিত জমি এ শিল্প স্থাপনের জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাইপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও গবেষণা)-কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির গত ১৯/১০/২০১৭ তারিখে প্রস্তাবিত স্থানটি সরেজমিনে পরির্শন করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে			
০৯	(প্রকল্প) টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে ভুঞাপুর এবং হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনে অনুষ্ঠিত পথ সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলছে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সুপারিশসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কারিগরী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। ৩০/১০/২০১৭ তারিখে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয়ের পরিমাণ ৫২.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ০.৩১%।	মেয়াদ জুন'২০১৮		

স্বাক্ষরিত/
২৩/১১/২০১৭ খ্রি.
(মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্)
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়